**লেখাপড়ার ডিজিটাল সংস্করণ ও লাইক নির্ভর কল্পিত দুনিয়ার অশনি সংকেত!
..............ড.আখতারুজ্জামান**

নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ এমন রচনা পড়তে যেয়ে একটা আপ্তবাক্য শিখেছিলাম "বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ"। প্রকারন্তরে দুদিন আগে নানাবিধ একান্ত ব্যক্তিগত টেলিফোনিক আলাপচারিতার এক পর্যায় আমার প্রকৌশলী বন্ধু বিটিসিএল'র পরিচালক সুভাষ রায় আমাকে সেই আপ্তবাক্যটি আরেকবার মনে করিয়ে দিতেই এক চোটে কল্পিত দুনিয়ার অনেক বৈপরিত্য ও অশনি সংকেতের কিছু কথা মনে পড়ে গেল।

বস্তুতঃ লেখাপড়া ব্যতিত জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়, যে যত পড়ালেখা করবে তার জ্ঞানভাণ্ডার ততটাই শাণিত হবে। পড়ালেখা বা লেখাপড়া দুটো সমার্থক শব্দ, এদের মধ্যে মৌলিক ও গুণগত কোন ইতর বিশেষ নেই। পড়ার সাথে লেখার এবং লেখার সাথে পড়ার সমন্বয় থাকলে সেক্ষেত্রে জ্ঞান সাধনা পরিপূর্ণ হয়।

হালে ডিজিটাল সংস্করণে পড়ে লেখার বিষয়টি ক্রমাবনতির দিকে। হাতের লেখা মানুষ এখন ভুলতে বসেছে। কম্পিউটারের কীবোর্ড অার স্মার্টফোনের ভার্চুয়াল কীবোর্ড এবং সেখানকার বায়বীয় নোটবুকের বদৌলতে হাতের লেখা এখন উবে যেতে বসেছে। এক সময় সকল শ্রেণি পেশার মানুষ তাদের দুরে বা প্রবাসে বসবাসরত নিকটাত্মীয় প্রিয়জন প্রেমিক প্রেমিকার সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে চিঠি লিখত , সেসব পত্র লিখন তো অনেক আগেই হিমঘরে চুপটি মেরে বসে আছে। সেটার পরিবর্তে এসেছে হায় হ্যালো আর মুঠোফোনের কথোপকথন ও ক্ষুদে বারতার চলাচল।

হালে আবার দেশে বিদেশে অনলাইন পরিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে সেখানে পরিক্ষা দিয়ে হয় কম্পিউটারের সাথে লাগোয়া নেট সংযোগ ও কম্পিটারের কীবোর্ড ব্যবহার করে। ফলে এখনো লিখিত পরিক্ষার যে প্রচলন রয়েছে সেটা হয়ত সহসা বিলীন হওয়ার আশঙ্কাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবেনা।

আগের দিনে বাজার ঘাট থেকে শুরু করে বিভিন্ন হিসেব নিকেশের ক্ষেত্রে খাতায় লেখা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের প্রচলন ছিল কিন্তু এখন প্রতিটি মানুষের পকেটে একখানা করে গননা যন্ত্র রয়েছে, ফলে আমরা এখন সেই লেখ্য যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ভুলতে বসেছি ।

এক সময় জ্ঞান সাধনা করতে হলে বই পড়ার কোন বিকল্প ছিল না। তখন কার্যকরি একটা বইয়ের নাম খুঁজে পাওয়টাও কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত। সে সময় বইপ্রেমিক পাঠককে একটা ভাল বই পাওয়ার জন্যে কি নাকালই না হতে হতো! বিদগ্ধ বই পাঠক পাবলিক লাইব্ররিতে একটা পছন্দের বই পাওয়ার জন্যে বুঁদ হয়ে সেখানে পড়ে থাকতেন, দিনের পর দিন।

কল্পিত দুনিয়াতে আমরা এখন টুপভুজঙ্গ হয়ে আছি এবং সেটার বদৌলতে বিশ্বের তাবদ বই এখন আপনার মুঠোফোনের মধ্যে। বইগুলো আমাদের কাছে ছ কড়া ন কড়ার মত হলেও কিন্তু সেখানে কষ্ট করে বই পড়ার সময় কি আপনার আছে?

আমরা আমাদের লাইফটাকে এতটাই ফাস্ট করে ফেলেছি যে আমরা নিরন্তর busy for nothing এর মত মহাব্যস্ত!
আবেগ অনুভূতি উচ্ছ্বাস ওসব সেকেলে মধ্যযুগীয় প্রেম ভালবাসার অদৃশ্য উপকরণ ছিল, হাল ফ্যাশনের মানুষের মধ্যে ওসব থাকতে নেই। কার্যত: আমরা ছুটে চলেছি দুর্দান্ত দুর্বার গতিতে। ছুটছি আর ছুটছি! ধর্মের ষাঁড়ের মত কাপুড়ে বাবু সেজে কেতা দুরস্ত হয়ে কচু পোড়া খাবার আর লাল পানির দিকেই যেন আমাদের নজর বেশি!

সেবা চাই, ঘরে বাইরে আমার প্রাত্যাহিক সকল সেবা চাই ২৪ ঘন্টা, সেটা অবশ্যই হতে হবে ননস্টপ এবং ওয়ান স্টপ। একটা শপিং মল বা সুপারস্টোরে যাব তো আমার প্রয়োজনীয় সব জিনিস পেতে হবে চব্বিশ ঘন্টার যেকোন সময়ে।

আমাদের ফাস্ট লাইফের অন্যতম অনুসঙ্গ কল্পিত দুনিয়া। সেখানও ঢুঁ মেরে সবকিছু একত্রে পেতে চাই। জ্ঞান আহরণের জন্যে বই, লিফলেট, বুকলেট সাময়িকী বিভিন্ন ফিচার পড়ার সুবর্ণ সুযোগ এখানে থাকলেও সেখানেও আমরা ননস্টপ, ওয়ানস্টপ আর সংক্ষিপ্ত ডিজিটাল সেবার প্রত্যাশায় থাকি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো জ্ঞান আহরণের সংক্ষিপ্ত রূপায়ন মানে তো বিকলাঙ্গ জ্ঞানচর্চারই রূপান্তর যেটার পরিণাম কখনো অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করের মত ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আবার কেউ তাঁর সাহিত্য সাধনাকে পোস্টমর্টেম করতে গেলে প্রকারন্তরে তিনিই সমালোচিত হবেন, ঐ একই ঘরানোর পাঠকের দ্বারা।

ফেসবুকের কল্পতরু রঙ্গমঞ্চে নিজের অভিষেক ঘটার অল্প পরেই দেখলাম এখানে জ্ঞান আহরণের বিস্তর সুযোগ থাকলেও সেই জ্ঞান সাগরে অবগাহনের পাঠকের বড়ই অভাব। সেখানের বেশিরভাগ ভিজিটরের ভিজিট হচ্ছে লাইক নির্ভর, নিজের একখানা নায়কোচিত বা নায়িকাচিত ছবি আপ করে অপেক্ষা করতে থাকেন কতটা লাইক পেয়েছেন। এই কাতারে এমন সব কৃর্তিমানেরা মাঝমাঝে যা দেখান,তাতে আমরা আমজনতা লজ্জায় লাল হয় যায়। লাইক নিয়ে এক অসুস্থ মাতামাতি আর প্রতিযোগিতা ফেসবুকের পরতে পরতে।
সেলিব্রেটি, পদস্থ কর্মকর্তা আর বরেণ্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলে তো কথাই নেই; অনুগ্রহ লাভের আশায় তেলাতেলি থেকে গব্যঘৃতের নহর বইয়ে দেন। তেলাতেলির ধরনের মধ্য আছে "অসাধারণ" "অসাম" "এক্সিলেন্ট" "নাইস" "ভেরি নাইস" জাতীয় কমেন্টের ছড়াছড়ি। আমি নিশ্চিত যারা কোন প্রতিবেদকের দীর্ঘ অবয়বের প্রতিবেদনে এ জাতীয় কমেন্ট করেন, তাদের বেশিরভাগই প্রতিবেদনটা ভালমত না পড়েই ঐ তৈলাক্ত শব্দ সমূহ লিখে থাকেন। আর আমরাও সেই তৈলমর্দনে খুশি হয়ে তাধিন তাধিন করতে থাকি। এখানেও পাঠকেরা বড্ড বেশি স্বার্থপর এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট!

এমন এমন ছবিতে হাজারো লাইক পড়ে যা অকল্পনীয়! আবার জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ একটু বড় অবয়বের প্রতিবেদন হলে সেখানে কমেন্ট তো পড়ে মরুক,লাইকের বেহাল দশায় প্রতিবেদক উপস্থাপনকারীকে কখনো লজ্জা পেতে হয়।

তাহলে আমাদের আবেগকে হরণ করে বিজ্ঞানের বেগ কোন্ পথে নিয়ে চলেছে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম সহ অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্ম কে!? নব্য শকুনি মামারা আমাদের ঘিরে রেখেছে! তাই ডিজিটালের ভিড়ে শরতের শিশিরের আজ দেখা মেলা ভার,সখাত সলিল আর শিরে সংক্রান্তির মধ্যে চলছে আমাদের নিরন্তর বসবাস!
কোন্ পথে চলেছে নব প্রজন্ম, কী আছে আমাদের ভবিতব্যে দয়া করে কেউ বলবেন কি?

[](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1496489483702676&set=pcb.1496489610369330&type=3)

**দ্রষ্টব্য: নিচে পাঠক প্রতিক্রিয়া দেখুন:**

[DrMd Akhtaruzzaman](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7?hc_ref=ARQEKUUJ5pEUEWyqclSPdEPjkUPc5xZK--muLcBJ-TnQWkunTWZFjjaW16kX7f37lf4) added [2 new photos](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330) — feeling heartbroken.

[April 26](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330) ·

Top of Form

[Like](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330)Show more reactions

[Comment](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330)

[19 MD Abdul Mannan, মোঃ আনিসুজ্জামান খান বায়েজীদ and 17 others](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1496489610369330&av=100000249150873)

Comments



[Susmita Das](https://www.facebook.com/profile.php?id=100012564815907&fref=ufi) Agree with you,Sir.

[Like](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330)Show more reactions

· [Reply](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330) ·

[1](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1496489610369330_1496567087028249&av=100000249150873)

· [April 26 at 11:53am](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330?comment_id=1496567087028249&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D)

[Remove](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330)



[Md Imtiaz Uddin](https://www.facebook.com/md.imtiaz.3785?fref=ufi) Er ses kothay?

[Like](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330)Show more reactions

· [Reply](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330) · [April 27 at 3:16am](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330?comment_id=1497249450293346&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D)

[Remove](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330)



[DrMizanur Rahman](https://www.facebook.com/mizan12bd?fref=ufi) Well written Gayate, keep writing.

[Like](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330)Show more reactions

· [Reply](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330) · [April 27 at 6:20am](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7/posts/1496489610369330?comment_id=1497385073613117&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D)

Bottom of Form